ওয়াসিকা আয়শা খান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Waseqa Ayesha Khan, MP
Minister of State
Ministry of Finance
Government of the People's Republic of Bangladesh

বাণী

'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' অর্থ বিভাগের একটি নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা, যাতে দেশের আর্থ-সামাজিক খাতসমূহ ও সার্বিকভাবে সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও কৌশল এবং অর্থনীতির খাতভিত্তিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। বিগত অর্থবছরগুলোর ধারাবাহিকতায় 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আনন্দিত হয়েছি।

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপান্তরকারী নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি কোভিড-১৯ অতিমারির নেতিবাচক প্রভাব অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কাটিয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ভূরাজনৈতিক কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি ও খাদ্যের সরবরাহ শৃঙ্খলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটেছে, যা বিশ্বের সকল দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও কিছুটা বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুবিবেচনাপ্রসূত দিকনির্দেশনায় ফাস্ট-ট্র্যাক অবকাঠামো প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন, ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি আগের অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা বেড়ে ৫ দশমিক ৮২ শতাংশ হবে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৫ দশমিক ৭৮ শতাংশ। এ বছর বাংলাদেশের জিডিপির আকার বেড়ে দাঁড়াবে ৫০ লাখ ৪৮ হাজার কোটি টাকা, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৪৪ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া, রপ্তানির ওপর নির্ভর করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ১ শতাংশ হবে বলে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-র পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৬ শতাংশ হতে পারে বলে জানিয়েছে এডিবি।

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কর্তৃক অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রবৃদ্ধি-সহায়ক নীতি কৌশল এবং ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণের ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিবিএস এর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দারিদ্র্য এবং অতি দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ২৪.৩ শতাংশ এবং ১২.৯ শতাংশ। সরকার দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকার সংশোধিত এডিপিতে পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ, স্বাস্থ্য ও কৃষিখাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করেছে। পাশাপাশি বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে সরকার বিভিন্ন ধরনের নীতি ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান এবং বিনিয়োগ সহজীকরণের জন্য যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ অন্যতম।

৪। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে সরকার অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সমন্বয় করে পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জলবায়ু সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান (এমসিপিপি) ২০২২-২০৪১ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অনুকূলে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ, বায়ুদূষণ হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ওপর প্রভাব নিরূপণ, নদীর তীর সংরক্ষণ, জলবায়ুসহিষ্ণু ফসল উদ্ভাবন, নিরাপদ পানি সরবরাহ সংক্রান্ত ৫২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ, লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্ত রূপকল্প ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক অগ্রগতির ধারাও অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি বিবেচনা করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

৫। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন ও অসমতা হ্রাস করে জনগণের জীবনমানের গুণগত পরিবর্তন করতে সরকার বদ্ধপরিকর। দেশের বহুমুখী উন্নয়ন, নীতি ও কর্মকৌশল এবং অর্জন এই সমীক্ষায় প্রতিফলিত হয়েছে। সমীক্ষাটি যথাসময়ে প্রণয়ন ও প্রকাশনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমি 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪' ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয়তু শেখ হাসিনা,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ওয়াসিকা আয়শা খান, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়